দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 25 MAR 2015
পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৮

নান্দাইলের অধিকাংশ স্কুলে পানীয়জলের সংকট

■ শাহ্ আলম ভুঁইয়া, নান্দাইল (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

উপজেলার একশ' ৭৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে অধিকাংশ বিদ্যালয়েই পানীয়জলের ব্যবস্থা নেই। অথচ এ উপজেলায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু রয়েছে। এই প্রকল্পের বিতরণকৃত বিস্কুট খাবার পর পানীয়জলের অভাবে শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। নিরুপায় হয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা আশেপাশের বাড়ি থেকে পানীয় জল আনতে গিয়ে নানান বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছে।

উপজেলার বেশকিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ওইসব বিদ্যালয়ে পানীয়জলের কোন সুব্যবস্থা নেই। অনেক বিদ্যালয়ে নলকূপ আছে, কিন্তু তা বসানোর পর থেকে অজ্ঞাত কারণে এগুলো অকেজো হয়ে পড়ে আছে।

গইছখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুজন কুমার রায় জানান, তার বিদ্যালয়ে একটি নলকূপ বসানোর জন্যে পাইপ বসানো হলেও প্রায় দুই বছর ধরে নলকূপের উপরের অংশটুকু সংযোগ দেয়া হচ্ছে না।

কুলধুরুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা লিপিকা রানী দাস জানান, দীর্ঘ তিন বছর ধরে তার বিদ্যালয়ে নলকূপ অকেজো থাকায় পানীয়জলের সমস্যা রয়েছে। ফলে আশপাশের বাড়ি থেকে পানি আনতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা নানান সমস্যায় পড়ছে।

কয়েকজন অভিভাবক বলেন, সরকার বিদ্যালয়গুলোতে উপস্থিতি বাড়ানোর জন্যে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু করলেও পানীয়জলের ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার্থীদের বেশ বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. শফিকুল হক বলেন, বিদ্যালয়গুলোর নলকূপের সমস্যা দীর্ঘদিনের। এগুলো সমস্যা সমাধানের জন্যে তাদের আন্তরিকতার কোন অভাব নেই। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ বিদ্যালয়গুলোতে পর্যায়ক্রমে নলকূপ বসানোর কাজ করছে।